যুগান্তর

তারিখ ... 2 6 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আবাসিক এলাকায় ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নিতে হবে

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা মহানগরীর যানজট দূর করতে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে— ঢাকা শহরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস সকাল সাড়ে ৭টায় শুরু করা। অপরটি হচ্ছে রাজধানীর ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পাশে, এমনকি আবাসিক এলাকায় ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিন মাসের মধ্যে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা। ২১ আগস্ট প্রধান [illegible] সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর আগে প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত একই ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে যানজট সমস্যা ও তার সমাধান চিহ্নিত করে একটি সুপারিশমালা তৈরির নির্দেশ দেয়া হয়। এ সুপারিশের ভিত্তিতে বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজধানীর ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পাশে এবং আবাসিক এলাকায় ভাড়া করা বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিন মাসের মধ্যে অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন খুব শিগগিরই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যদের বৈঠক করবে বলে জানা গেছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন করে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার অনুমতি দেয়া হবে না নগরীর কোন আবাসিক এলাকায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কারণে অতিরিক্ত যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু তাই নয়,

হবে : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

হবে : সরিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সড়ক দুর্ঘটনাও [illegible]ড়ছে। এর পাশাপাশি অপ্রীতিকর ঘটনা ও [illegible]ভিআইপিদের চলাচলের সময় [illegible]রোপতাজনিত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আবাসিক [illegible]লাকা থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো [illegible]রিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ইতিমধ্যে সরকারের [illegible]ক্ষ থেকে একাধিকবার উদ্যোগ নেয়া [illegible]য়েছিল। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। এই প্রথম [illegible]রকার কঠোর মনোভাব নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সিদ্ধান্ত মানা হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন কিংবা সাময়িক অনুমোদন বাতিল করা হবে। এর পাশাপাশি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পর্যবেক্ষণ করবে। দেশে বর্তমানে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর অধিকাংশ হচ্ছে রাজধানীর বিভিন্ন ব্যস্ত সড়কের পাশে।

এদিকে স্কুল ও অফিস সময়সূচি একই হওয়ার কারণে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এ যানজট দূর করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাসের সময়সূচি পরিবর্তন করার জন্য ইতিপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছিল। এমনকি সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকেও এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস সময়সূচি পরিবর্তনের। আর সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস সকাল সাড়ে ৭টায় শুরু হবে। তবে কবে থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু জানানো হয়নি।

শিক্ষাবিদদের প্রতিক্রিয়া

[illegible] নিরসন সম্ভব নয়। যানজট দূর করতে দরকার আইন-শৃংখলার উন্নয়ন ও আইনের বাস্তবায়ন। তারা বলেছেন, সরকারের আইন মানতে হবে। কিন্তু তা জনস্বার্থে হওয়া দরকার।

নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক হাফিজ জিএ সিদ্দিকী সোমবার রাতে যুগান্তরকে বলেন— এটা ঠিক, বিশ্ববিদ্যালয় একটি নিজস্ব ডিজাইনে ও ভবনে হওয়া দরকার। বড় বিল্ডিংয়ের কোন ফ্লোরে জুতার মার্কেট, কোনটিতে বাজার আবার কোনটিতে গার্মেন্টিস— এমন ভবনে বিশ্ববিদ্যালয় থাকা ঠিক নয়। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় ব্যস্ত বা আবাসিক এলাকা থেকে সরানো উচিত। আর যানজটের জন্য ঠিক আছে। কিন্তু বিকল্প ভবন পেতে হবে। আইন করার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের ওপর কিছু দায়িত্বও অর্পিত হয়। ছাত্র-শিক্ষকদের যাতায়াত সুবিধা আছে, ভালো পরিবেশ ও ভবন মিলবে এসব দিকে সরকারের খেয়াল রাখা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান বলেন, ব্যস্ত ও আবাসিক এলাকা, ভিআইপি সড়কে বিশ্ববিদ্যালয় থাকা ঠিক নয়। কিন্তু বিগত দিনে অপরিকল্পিতভাবে যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে তাতে একসঙ্গে সরানো সম্ভব হবে না। আস্তে আস্তে এটা করা যায়। সবচেয়ে ভালো হয়, একটি 'শিক্ষা জোন' থাকলে। তিনি বলেন, আপাতত ধানমণ্ডি এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় রাখা যেতে পারে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাশিদা আক্তার বলেন, সরকারি আদেশ পাওয়ার পর তারা সাড়ে ৭টা নয়, ৭টায় স্কুল নিয়ে এসেছেন। কেননা, তাদের দুটি শিফট ছাড়াও কলেজ শাখা রয়েছে। কিন্তু শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা আপত্তি করেছে। সরকারের আইন তো মানতে হবে। তিনি যানজটের কথা স্বীকার করে বলেন, এতে যানজট কমবে। শীতের দিনে এবং রমজান মাসে তারা বিকল্প রুটিন করবেন বা সমন্বয় করবেন বলে জানান।

আর আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, এতে যানজট দূর হবে না। যানজট দূর করতে প্রয়োজন আইন-শৃংখলার উন্নয়ন ও আইনের বাস্তবায়ন। তিনি তার স্কুলের সামনে সারি বেঁধে রাখা বাসের উদাহরণ দিয়ে বলেন, এ এলাকার যানজটের জন্য তো তার স্কুল দায়ী নয়। অধ্যক্ষ বলেন, যদি স্কুলই দায়ী হয়, তবে অভিভাবকরা বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে ফেরার পথে তো ঠিকই রাস্তায় থাকবেন। তাতে কি যানজট হবে না? সিদ্ধান্তকে তিনি 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানোর উদাহরণ দিয়ে বলেন, যদি তাই হয়, তবে সরকারের উচিত [illegible] স্কুল শুরু করা। তিনি সিদ্ধান্তকে [illegible]